[redacted]

[redacted]

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মোটরসাইকেল শোডাউন

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। এ সময় মশাল মিছিলে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আবারও আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এ মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মোটরসাইকেল শোডাউনটি বিক্ষোভ মিছিল আকারে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তারা সাম্প্রতিক মশাল মিছিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, গত ৩ জুন বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে বনবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “দামুড়হুদার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন হাতে মিছিল বের করে একটি মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম। তারা এখন পর্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবারও সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

সমাবেশ থেকে আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী কর্মসূচিতে উপজেলার সব পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানানো হয়।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, মশাল মিছিলের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত প্রায় ২টার দিকে উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি হলেন আহসানুল মাহমুদ (৩৭)। তিনি নিষিদ্ধ

ঘোষিত ছাত্রলীগের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি এবং উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামের ইমরান মাহমুদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে নিজ এলাকা থেকে আটক করা হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের ব্যানার ব্যবহার করে রাতের আঁধারে মিছিল আয়োজনের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে এমন যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গ্রেফতারকৃত আহসানুল মাহমুদকে গতকালই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে ওমর আলী (৫৯) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। তিনি উপজেলার নতিপোতা গ্রামের নুহু নবী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২০ মে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ভুক্তভোগী তার শিশু সন্তানকে নিতে শ্বশুর ওমর আলীর ঘরে যান। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় ওমর আলী তার মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেও কোনো সুরাহা না পেয়ে গত ২১ মে তিনি বাবার বাড়ি রংপুরে চলে যান। পরদিন ২২ মে শারীরিক ও মানসিক

অসুস্থতার কারণে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

দীর্ঘ ১৫ দিন পর বুধবার দিবাগত রাতে ভুক্তভোগী শ্বশুর ওমর আলীর নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে অভিযুক্তকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা ও দর্শনায় মাদক মামলায় দু’জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দু’জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মাদকদ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা ও মাদক সেবনের অপরাধে মোবাইল কোর্টে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জুড়ানপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শাকিব হোসেন (২৬), পিতা- আরজিবুল হোসেনকে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়া দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা আলম সরদার (৬৯), পিতা- কিতাব আলী সরদারকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জরাজীর্ণ বাঁশের সেতুতে ভৈরব নদী পারাপার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ও নতিপোতা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দুলালনগর-নতিপোতা এলাকায় ভৈরব নদীর ওপর নির্মিত একটি জরাজীর্ণ বাঁশের সেতুর ওপর নির্ভর করে চলাচল করছেন কয়েকটি গ্রামের হাজারো মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত সেতুটি বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে চলতি বর্ষা মৌসুমে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দুলালনগর, নতিপোতা, কালিয়াবকরি, প্রতাপপুর, গোপালপুর ও ভগীরথপুরসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষের জন্য ভৈরব নদী পারাপারের অন্যতম ভরসা এই বাঁশের সেতু। স্থানীয় বাসিন্দারা জগন্নাথপুর বাজার, ব্যাংক, মহাজনপুর কলেজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াতের জন্য প্রতিনিয়ত এটি ব্যবহার করছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেতুটি দিয়ে কোনো রকমে মোটরসাইকেল ও সাইকেল পারাপার করা গেলেও পণ্যবাহী বা অন্যান্য যানবাহন চলাচল সম্ভব নয়। ফলে কৃষিপণ্য পরিবহন কিংবা অসুস্থ রোগীকে গন্তব্যে পৌঁছাতে তাদের হেমায়েতপুর-চারুলিয়া হয়ে অতিরিক্ত ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থ উভয়েরই অপচয় হচ্ছে।

দুলালনগর গ্রামের বাসিন্দা রমজান আলী ওরফে টিটন বলেন, “বহু বছর ধরে আমরা এই বাঁশের সেতুর ওপর নির্ভর করে চলছি। একটি স্থায়ী সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি।

চুয়াডাঙ্গা, দামুড়হুদা কিংবা মেহেরপুরে যেতে হলে এই ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পার হতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক।”

একই গ্রামের পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফারুকুজ্জামান বকুল বলেন, “মাঠ থেকে ফসল ঘরে তুলতে কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যেতে অতিরিক্ত পথ ঘুরতে হওয়ায় কৃষকদের ভোগান্তি ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে। আমরা দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানাই।”

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন সময়ে সরকারি কর্মকর্তারা এসে স্থান পরিদর্শন ও পরিমাপ করে গেলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

সেতুটির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় ইজারাদার নাজমুল হোসেন জানান, প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বছর সংস্কার কাজেও ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিয়মিত টোল না দেওয়ায় ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বর্ষার তীব্র স্রোতে যেকোনো সময় সেতুটি ভেসে যেতে পারে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান বলেন, “সেতুটির বর্তমান অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। সেখানে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবনা পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জনগণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে সেতুটি ব্যবহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।”

দামুড়হুদায় গাঁজা সেবনের দায়ে তিনজনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় গাঁজা সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন রাফিজ খান (২৬), আরাফ উদ্দীন (২৬) ও পিয়াস (২৬)।

মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন আলম।

জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দীনের নির্দেশনায় এসআই মশিউর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তিনজনকে আটক করা হয়।

পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে দুই পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন আলম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

আদালত দামুড়হুদা খানপাড়ার বরুজ্জামানের ছেলে রাফিজ খানকে ১ মাস, সানোয়ারের ছেলে আরাফ উদ্দীনকে ৩ মাস এবং খাজের আলীর ছেলে পিয়াসকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের অফিস সহকারী আনিস উদ্দিন সহযোগিতা করেন।

দামুড়হুদার কাঁঠালতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত, আহত ১

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলা এলাকায় ইজিবাইক, মোটরসাইকেল ও পাখিভ্যানের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মেরাজ হোসেন (১৩) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় রাকিব হোসেন (১৪) নামে আরও এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে।

রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেরাজ হোসেনের মৃত্যু হয়।

নিহত মেরাজ হোসেন উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের আবু মুসার ছেলে এবং দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রোববার মেরাজ হোসেন ও তার বন্ধু রাকিব হোসেন বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে দামুড়হুদা উপজেলা শহরের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে জয়রামপুর কাঁঠালতলা এলাকায় পৌঁছালে ইজিবাইক, মোটরসাইকেল ও পাখিভ্যানের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ ঘটে। এতে মেরাজ ও রাকিব গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেরাজ হোসেন মারা যান।

নিহতের বাবা আবু মুসা জানান, তার ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছেলে মেরাজ হোসেন ও তার বন্ধু রাকিব হোসেন মোটরসাইকেলে করে দামুড়হুদা উপজেলা শহরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া ও খাবার বিতরণ

মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দামুড়হুদায় আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি।

আজ শনিবার দামুড়হুদা বাজারে উপজেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে দলীয় নেতাকর্মীরা বাজার এলাকার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে গিয়ে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অবিস্মরণীয় নাম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদান, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পরবর্তীতে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলার উদ্যোগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের সংকটময় সময়ে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি জাতিকে নতুন স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাসের পথ দেখিয়েছিলেন।

বক্তারা আরও বলেন, জিয়াউর রহমানের আদর্শ ছিল আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর কর্মময় জীবন ও দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ

সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ,নেতৃবৃন্দসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠান শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণ কামনা করা হয়। পরে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।